Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সাহিত্যে যুবসমাজ

সম্পাদনা
সুব্রত পাল | মোনাব মণ্ডল

SAHITYA JUBOSAMAJ
Edited by Subrata Paul & Monab Mondol
Published in January 2021

ISBN
978-93-81858-51-78-3

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
চলভাষ ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপক
অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন
কলকাতা ৩৬

মুদ্রক
ভারতী প্রিন্টার্স
কলকাতা ১১৮

প্রচ্ছদ
মৃণাল শীল

দাম : ২০০.০০

সূ চি প ত্র

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ : উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' : স্বপ্ন, আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত
—অহনা রায় ৯

আবু ইসহাকের 'সূর্য দীর্ঘল বাড়ী' : জীবনসংগ্রামের বহুমুখী আলেখ্য
—মানিক মৈত্র ১৮

সমরেশ মজুমদারের 'কালপুরুষ' : অর্ক যুবসমাজের অগ্রদূত
— পিংকি বর্মন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেনামহল : জীবন ও জীবিকায় অস্থিরতা
—মহাদেব মণ্ডল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তাপ' : যুবসমাজের এক উত্তাপময় মানসিকতার পরিবর্তন — সুব্রত দাস ৩৮

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ : ছোটোগল্প

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' : একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ
— অনুপ বসাক ৪৩

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিকল্প' : বিকল্প প্রেমিকের সন্ধানে
— আলম সরকার ৫১

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প : প্রসঙ্গ অবক্ষয়িত, অধঃপতিত যুবসমাজের চিত্র
— মৃণাল কান্তি রায় ৬০

অমিয়ভূষণ মজুমদারের নির্বাচিত ছোটোগল্পে যুবসমাজ
— সুবর্ণা সেন ৬৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ যুদ্ধোত্তরকালের সংকটাপন্ন যুবসমাজ — নিরু বর্মন ৭৩

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ যুবমনের সংকট ও উত্তরণ
— সুব্রত পাল ৮১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' : দেশজ পেশার অন্তরালে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের জটিলতা — রাব্বীনূর আলী ৯১

মহাশ্বেতা'র 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' : মৌলিক অধিকারের লড়াই
— মোনাব মণ্ডল ১০০

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ : কবিতা

নবকলেবরে বাংলা কাব্যসাহিত্য : তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে
— অর্পিতা সাহা ১০৫

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ: বিবিধ

ভারতে বেকারত্ব : তথ্যের আলোকে — ড. দীপ চন্দ ১১০

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদাত্রী ভগিনী নিবেদিতা
— অরুণকুমার সরকার ১১৩

কবিতা

বেকারত্ব— সামসুজ্জামান

কফিন— সোমেন রায়

পূর্ণ-মানুষ ও অস্তিত্ব — রানা সরকার ১২০

নারীর প্রতিবেদন— অনুশ্রী গোস্বামী ১২১

নৈমিত্তিক— পৃথ্বীরাজ গাঙ্গুলী ১২২

ছোটোগল্প

নির্মোক — বিপুল দাস ১২৪

চাঁপার সিন্দুক — মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ১৩১

চোরাবালি — গীর্বাণী চক্রবর্তী ১৩৯

ফেসবুকের বন্ধু— হারাধন চৌধুরী ১৪৩

বহুদূরের ওপার থেকে— মধুমিতা সাঁতরা ১৫০

অণুগল্প

লেবু গাছের কাঁটা— জয় দাস ১৫২

খোঁজ... — বিমান অধিকারী ১৫৩

গ্রন্থ সমালোচনা

হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য— নবীন দাস ১৫৪

সাক্ষাৎকার

কথাসাহিত্যিক বিপুল দাসের মুখোমুখি — পতন দাস ১৬০

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

মহাশ্বেতা'র 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' : মৌলিক অধিকারের লড়াই

মোনাব মণ্ডল

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'অগ্নিগর্ভে'র ভূমিকায় বলেছিলেন—

> "বহু সমস্যা, বহু বিচার, বহু জাতি, বহু লোকাচার সংবেলিত দেশের লেখকের লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না, এর থেকে বিস্ময়কর কী হতে পারে? মানুষের প্রতি এ ধরনের সম্ভবত ভারবর্ষের মতো আধা-ঔপনিবেশিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব। সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে, অন্যথায় ইতিহাস থাকে ক্ষমা করে না।"

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

আর এই ইতিহাসের প্রতি কলম ধরতে গিয়েই মহাশ্বেতা দেবী সমাজ পরিষেবার হৃদয়হীনতাকে চিত্রিত করেছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষ, অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত শ্রেণিকে নিয়ে লেখেন মহাশ্বেতা দেবী। একথা অনস্বীকার্য যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিসর ছাড়িয়ে সমাজের আরও নিচের দিকে চোখ ও মনকে প্রবাহিত করে দেবার প্রবণতাটি তাঁর রক্তের অধিকার। নিছক বেঁচে থাকার জন্য এক শ্রেণির মানুষ সারাজীবন ধরে লড়াই করে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটি পায় না তারা। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, শোষিত মানুষের করুণ ইতিকথা তাই কখনও উপন্যাসে কখনওবা ছোটোগল্প শিল্পকলার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

মানুষের বেঁচে থাকার পাঁচটি মৌলিক অধিকার হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হলেও অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে এই মৌলিক অধিকারগুলো মনে হয় স্বপ্নমাত্র। আজও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অসংখ্য মানুষ কালাতিপাত করে। এজন্য মহাশ্বেতা দেবী সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার, প্রশাসন সবকিছুকে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন। বাতানুকুল সংসদ ভবনের কাচের ঘরে শোভা পায় মহামূল্যবান ভারতীয় সংবিধান। আর তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে নাগরিকদের বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। শহরে, নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, বস্তিতে, ঝুপড়িতে, ফুটপাতে, আদিবাসী পল্লীতে ভিন্ন ভাষাতেই লেখা থাকে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম আয়োজন সেখানে থাকে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আসে যায়, ভোট আসে যায়, ফাঁপা প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, কত ফিতে কাটা হয়; তবু তাদের জীবনে আসে না অন্ধকার-দানবের হাত থেকে মুক্তি। সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন, পুলিশ সর্বত্র বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। সংবিধান সংশোধিত হয়, নাগরিক অধিকার আরো সুরক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভোগ করে দুর্মূল্য স্বাধীনতার স্বাদ-অধিকার— খেতে পাওয়ার স্বাধীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা, আত্মহত্যার স্বাধীনতা, গণধর্ষিতা হওয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই স্বাধীনতার গায়ে যাতে বিন্দুমাত্র আঁচ না লাগে তার জন্য রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ট্রাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, জঙ্গিবিমান সদা প্রস্তুত থাকে। কড়া প্রশাসনে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস। চলে বিভিন্ন ধরনের উৎসব। যখন সারা দেশ মাতে বিভিন্ন উৎসবে, তখন যাদের জীবনে কদাচিৎ অন্নের নিমন্ত্রণ আসে, মা টুকরো প্লাস্টিক যাদের চূড়ান্ত বিলাসিতা, এক খণ্ড তেনা যাদের কাছে র কাছে এসব উৎসব ফিকে হয়ে যায়। 'কাকস্য পরিবেদনা'— সে ক কানে পৌঁছয় না। সে আবেদন পাষাণ সমাজের বুকে ঢেউ তোলে না। গণতন্ত্রের মানুষ কীভাবে ধুঁকে ধুঁকে দিনাতিপাত করে তারই নির্মম, নিরাসক্ত, নির্মেদ বিশ্লেষণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিভিন্ন গল্পের মধ্যে। অধিকারের দাবিতে ক্ষুধার সাথে যুঝে টিকে থাকার লড়াই নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর এমনই একটি গল্প 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ'। (দৈনিক বসুমতী, শারদীয়-১৯৭৯)

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

গল্পের সূচনায় দেখতে পাই নওয়াগড় অঞ্চলে রাজা সাহেবের জমির বাটাইদার চাষিদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের চিত্র। আটবছর ধরে এরকম হচ্ছে। কোনো বারই কিন্তু পুলিশ বসে যায়নি। প্রথমে রাজার লোক বাটাইদারদের মেরেছে, তারপর এসেছে পুলিশ। বাটাইদারদের কারও কারও পালের গোদাও ধরে নিয়ে গেছে তারা। এরকম হয়েই আসছে, হয়েই থাকে। নওয়াগড়ের মাটি যত পুরনো, এসব ঘটনাও তত পুরনো। এর মধ্যে বছরে বছরে বাটাহ দারদের সংখ্যা বেড়েছে, খেতের শস্যের বাটা বা অধিকার বিষয়ে তাদের চেতনাও বেড়েছে। পুলিশ সন্দেহ করে কোনো তৃতীয় শক্তিই তাদের চেতনা বৃদ্ধি করছে। 'কৌন্ হো কমনিস্, কৌন্ হো আদিবাসী স্বার্থ সংরক্ষক, কৌন্ হো উগ্রপন্থ, লেকিন্ সব্ হি শালা গরিব কিষাণো কো মদত দেতে হ্যায়।' তাই প্রশাসনের কাছে ব্যাপারটা গড়বড়ে মনে হয়। কেননা এই তৃতীয় শক্তির অনুপ্রেরণায় বাটাইদারেরা আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে কাপড়ে লিখেছিল, "মেহনত কা ফসল কা আধা বাট্টা পর্ হম্ লোগোঁকো মৌল্ অধিকার হ্যায়।" পুলিশ প্রশাসন, জমিদার-জোতদারদের কাছে ব্যাপারটা অসস্তিজনক মনে হয়। গল্পে রাজা সাহেব ভাবেন— "ভাগচাষি, রাজা সাহেবের ভাগচাষি বলবে শ্রমোৎপাদিত ফসলে তার

ন্যায্য অধিকার?" এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না। তিনি নিজেকে বঞ্চিত, অত্যাচারিত মনে করেন। বাটাইদারদের এই লড়াই তাঁর কাছে মনে হয়— "এ কি নতুন অধিকার?" তাছাড়া, বাটাইদারেরা রাজা সাহেবের লোকেদের ফসল ওঠাতে দেয়নি। বলেছিল— "মার বেটাদের। মারতে মারতে মথুরা সিংকে ওরা আধমরই করে। চন্দন মলের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। অথচ রাজা সাহেবকেই গুলি চালাতে হয়। ওদের একজন মরে।" আর ঘুম পাড়াতে গিয়ে তাই কোনো ঠাকুমাকে তার কোনো নাতিকে শোনাতে হয় "উস্ কে বাদ আয়ে রাজা সাহেব। বোলে কা দুখিয়া, ইয়ে কা খাচড়াই হ্যায়? তোহার নানা বোলে, কা খাচড়াই? ফসল দিয়া করো, ঔর তুমহারা হত্যারা সেপাই লোগোঁকো থানে বোলো। উস্ কে বাদ চালায়া রাজা সাহেব গোলি। মার দে তোহার নানাকো, ফাট গয়ে কলিজা ঔর খুন নিকালে যৈসে ও পানি।" এরকম হয়ই, হয়েই থাকে প্রায়— জমির ধনী কিষাণ-খেতমজুর-বাটাইদারদের মধ্যেকার সংঘর্ষ। কেউ এই কা না। ওরা মরতে মরতে আর মার খেতেও স্লোগান দিচ্ছিল—

"মেহনত কা ফসল কা
আধা বাট্টা পর
হম্ লোগোঁ কো
মৌল অধিকার হ্যায়।"

দুসাদ ভিখারি ছিল না। ছাগল পুষে এবং বিক্রি করে সে অস্তিত্বের সঙ্গে লড়ে বাঁচবার প্রয়াস করত। কিন্তু দুসাদের পোড়া কপাল। অন্য লোক ছাগল চরিয়ে যেখানে কপাল ফেরাতে পারে, দুসাদ তা পারে না। তার ছাগল লাকড়া নিয়ে যায়। শেয়াল নিয়ে যায়। আর নিয়ে যায় সেই সব বিবেকবর্জিত মানুষ যারা পুলিশ, প্রজাপালক, বাবু, দেশশাসক রূপে মুখোশের আড়ালে নিজের প্রবৃত্তি, নিজের ভোগ বাসনাকে চালা করে নিতে প্রস্তুত। দুসাদটোলিতে থাকাকালীন ভিখারির স্বপ্ন ছিল দশ-পনেরোটা ছাগল হলে ওগুলি সুমাদির হাটে বেঁচতে নিয়ে যাবে; তারপর সে একটা বড়ো ধুতি কিনবে, কোনো বিধবা, বয়স্কা দুসাদিনকে বিয়ে করবে, দুজনে ছাগল চরিয়ে সুখি জীবন অতিবাহিত করবে। "কিন্তু কা কিয়ে যায় মহারাজ। বাড়ের গনেশি সিং মালিক থে য়ো"। কি হল তার সঙ্গে দুসাদদের, গনেশিকে মেরে ফেলল ওরা। পুলিশ এসে গ্রামে বসল, আর কিছু নেই আমার এই বকরা বকরি সম্বল। কিন্তু পুলিশ বোঝে না কিছু। এরপর বাঁকা দুসাদের কথামতো গাভিন বকরি নিয়ে নাড়া গ্রামে পালিয়ে গেলেও তার জীবন সুখের হয়নি। কেননা সেখানকার মালিক পরোয়ার লোকেরা খুব মাংস খায়। একটা মেয়েকে কেস্ করে সেখানে পুলিশ আসলে তারা বলেছিল,

Chakraborty
Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

"ভিখারি দুসাদের কাছ থেকে একটা বকরা নিয়ে আয়।" এমতাবস্থায় উপায়ান্তর না দেখে ভিখারিকে প্রায় তিন দিনে তিনটি ছাগল পুলিশকে দিয়ে পালাতে হয়। পুলিশ ভিখারির জীবিকার একমাত্র উপায় নষ্ট করে দেয় বারবার। তাই দেখি টাহারেও তাকে এই অবস্থার শিকার হতে হয়। যে ছাগল বেঁচবে ভেবেছিল তা শিবমন্দিরের পূজারি হনুমান মিশ্রের কথা মতো আগন্তুক দারোগাকে দিতে হয়। কেননা, "পুলিশ দারোগা হল দেও-দেওতা।" সব ছেড়ে সব শেষে নওয়াগড়। কিন্তু সেখান থেকেও কিছুদিনের জন্য জঙ্গলের মধ্যে ছাগলসহ তাকে আত্মগোপন করতে হয়। নওয়াগড়ের রাজাসাহেব বাজি উপলক্ষে ধুম পড়ে গেলে থানার সমস্ত লোককে নিমন্ত্রন করে; আর খাদ্য তালিকায় সেই দুসাদের ছাগলের মাংস। বিপন্ন, বিপর্যস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চালিত করলেও কোনো শারিরিক আঘাত স কিন্তু এবার তার কাকুতি মিনতিতে সাড়া না দিয়ে— "গজানন হা প্রচণ্ড চড় মারে ভিখারির মুখে। নাকের চামড়া ও ঠোঁট ফেটে রক্ত কাতর স্বর "ওহি পুলিশকে ডরসে মরে হাম, ভাগ যাই বাঢ়া, না লিয়া করো সিপাহিজি, ও পুলিশ উঠা লেতা বকরি, লেতিহি চলতা"— কানে যায় না প্রশাসনের।

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

ভিখারি গ্রামের মাস্টার সুখচাঁদজির কাছ থেকে শুনেছিল নিজের সম্পত্তির অধিকারের কথা, ভারতীয় সংবিধানের মৌল অধিকারের কথা। তাই সে আর ছাগল দিতে চায় না, কেননা এতে তার হক্। তার স্পষ্ট ভাষণ— "যৈসে হক্ থে রাজাসাহেব কা য়ো জমিন্ পর ঔর জমিন্ ছিন্ লি যব্, উসি হক সে উনকা রূপয়া মিলি। হাম কাহে ছোড়ে হামানি কা হক্?" সেজন্য তাকে আরও মার খেতে হয়—"দক্ষ, নিপুণ পেশাদারি, প্রশাসন অনুমোদিত মার। মারতে তাদের দম ছোটে না...।" ভিখারি নড়তে পারে না যন্ত্রনায়। কাঁদে বঞ্চনার বেদনায়। তার সবকিছু মিথ্যা মনে হয়। "বক্‌রা-বকরিতে তার যে অধিকার, সেও এক মৌল অধিকার? সম্পতিতে অধিকার সপ্তম মৌল অধিকার? মৌল অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তা দেখে ভারতের সংবিধান? মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। ভিখারির মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুণ্ন হয়? রাজা সাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে, ভিখারির মেলে না কেন? রাজাসাহেবকে ছয়লক্ষ টাকা দিলেই ক্ষতিপূরণ হয়। ভিখারি দুসাদের বকরা-বকরি নিয়ে বাঁচবার মৌল অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তাকে নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা ভারত সরকারের নেই, সে জন্যই ভিখারি ক্ষতিপূরণ পায় না?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন— "চিরকালেই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি; তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে,

কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপাসে মরে। উপর ওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধা সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ মাথায় প্রদীপ নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী, ১৯৩০)। ভিখারি দুসাদের মতো লোকেরাও পরিশ্রমী। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, যেন তাদের ভারতবর্ষটা একটা আলাদা জগৎ। তারা স্বাধিকার অর্জনে সচেতন হয়ে

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

স্রোতের মানুষেরা তাদের বর্বর, আদিম, অপরাধ প্রবণ জাতিতে
প্রভুরা গুঁড়িয়ে দেয় তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের
শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয় তারা। তাই প্রতিবাদী ভিখারির কে
না, ক্ষতবিক্ষত মুখে চিহ্ন থেকে যাবে মৌল অধিকার রক্ষায় প্রথম ও শেষ প্রতিবাদের পরিণামের। শেষ পর্যন্ত তাকে ভিক্ষার মতো একটা ন্যক্কারজনক নীচ কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। সে নিজের পাঁয়ে, নিজের সামর্থে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন, রাষ্ট্রের প্রতিকূলতায়, মূল্যবোধহীন কর্মকাণ্ডে তাকে সর্বশান্ত হতে হয়। ভিক্ষাবৃত্তিকে মেনে নিতে হয় জীবনের অবলম্বন হিসেবে। মাতৃভূমিতে দুসাদ যদি রাজাসাহেব, লালাজি, পুলিশ, হনুমান মিশ্র সকলের ক্ষমা পেয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তার একমাত্র পথ হল ভিখমাঙা হয়ে যাওয়া?— এমনই এক বিদ্রুপাত্মক, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়েছেন লেখিকা ভিখারি দুসাদের জবানীতে। এখন পুলিশ দেখলেও ভিখারি দুসাদ ভয় পায় না, এখন তার হারাবার কিছুই নেই। কেননা, "ভিখারি দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকারে বঞ্চিত হলেও তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। যে কোনো বৃত্তি বা জীবিকার অধিকার। ভিখারি ভিঙ মাঙার বৃত্তি নিয়েছে। ও যাতে জন্ম-জন্মকাল ভিখমাঙাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান তা নিশ্চয় দেখবে। ওকে উন্নততর জীবনে ও জীবিকায় যদি কেউ উত্তরিত করতে চায়? মৌল অধিকারে সে হস্তক্ষেপ ভারতের সংবিধান সহ্য করবে না। ভারতের যেখানেই সে অন্যায় ঘটুক, ভারতের সংবিধান সেখানে নামিয়ে দেবে পুলিশ, রিজার্ভ পুলিশ, সামরিক পুলিশ, সেনাবিভাগ, ট্যাঙ্ক, জঙ্গবিমান সব।"

আকর গ্রন্থ:

১. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা: অজয়গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪